Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সারাহ্ নূরুন্নাহার[১]*

সার সংক্ষেপ

একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন হিসাবে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) বিশ্ব মানবতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটা শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোর একটি সংগঠন হওয়ার পরও কর্মব্যাপ্তিতে জাতিসংঘের পরই প্রায় বিশ্বব্যপি। বাংলাদেশ শুরুতে ওআইসির সুনজরে ছিলো না। পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার যুদ্ধে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষাকে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশও স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ১৯৭৪ সনের ওআইসির লাহোর সম্মেলনে পাকিস্তানের আমন্ত্রণে পূর্ণ সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং লাহোরে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। স্নায়ুযুদ্ধের সময়টাতে বাংলাদেশ মুসলিম উম্মার গর্বিত অংশ হয় ও প্রকৃত মিত্রজোট খুঁজে পায়। এই গবেষণাপত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে ওআইসির মর্যাদা এবং এর সাথে বাংলাদেশের বৈচিত্রময় সম্পর্কের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

মূল বিষয়সূচক শব্দ: *ইসলামী সহযোগিতা, ওআইসি, জাতিসংঘ*

ভূমিকা

ওআইসি জাতিসংঘের পর দ্বিতীয় বৃহৎ আন্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন। ১৯৬৯ সালের ২১ আগষ্ট মুসলমানদের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় স্থান মসজিদুল আকসাতে জায়নবাদী রাষ্ট্র ইজরাঈল কর্তৃক অগ্নি সংযোগ করার পরিণতিতে সার্বভৌম অস্তিত্ব রক্ষা ও ইসলামী পবিত্র ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুমুক্ত করার তাগিদে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা গঠনের ভিত্তি তৈরি হয়। মূলতঃ মুসলিম ভাবধারার রাষ্ট্রগুলোই ওআইসির সদস্য হতে পারে। যদিও ভারতে বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে কিন্তু ভারত ওআইসির সদস্য পদ বঞ্চিত। প্রথম সম্মেলনে যদিও ভারত উপস্থিত ছিল কিন্তু একজন শিখ প্রতিনিধি পাঠিয়ে ভারত মুসলিম বিশ্বের আস্থার প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভারতের বিপুল মুসলিম জনসংখ্যা থাকার পরও কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের অবস্থান, ভারতের মুসলমানদের মর্যাদায় বৈপরিত্য ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার মানদন্ডের বিচারে পাকিস্তানের প্রবল আপত্তি থাকায় এমনটি ঘটেছে।[২] বাংলাদেশ ওআইসির পূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশ তার আন্তর্জাতিক পরিধি বাড়াতে ওআইসিতে যোগদান করে। দক্ষিণ এশিয়ার নতুন সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কোন বিশেষ আদর্শের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোটের প্রভাবমুক্ত থাকার প্রত্যাশায়

[1] প্রভাষক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
* Corresponding Authors email: sarahn3112@gmail.com, Phone: +8801912737492.

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক হলেও সামাজিকভাবে মুসলিম ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় ওআইসির স্বাভাবিক সদস্য হিসেবে পরিচিত। বৃহত্তর মুসলিম ওম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বাংলাদেশের এই অবস্থান। জাতিসংঘের মতো প্রভাবশালী সংগঠন না হলেও ওআইসির কার্যক্রম ব্যাপক বিস্তৃত যদিও পশ্চিমা খৃষ্টীয় সংস্কৃতির প্রভাবের বাইরে থাকায় পশ্চিমা গণমাধ্যম ও একাডেমিক আলোচনায় ওআইসি প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। তবে ওআইসির বিস্তৃত বলয়ে অবস্থান ও সক্ষমতা তাকে বিরাট সংগঠনের মর্যাদা দিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার বেশ কিছু ভূমিকা রয়েছে। এই সংগঠন থেকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বেশ ফারাকও লক্ষ্যনীয়।

এই প্রবন্ধটিতে মূলতঃ কয়েকটি উদ্দেশ্যকে ঘিরে আবর্তিত হবে আর তা হলঃ

১. ওআইসির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগ হিসেবে সংগঠনটির মূল্যায়ণ করা
২. ওআইসির সদস্য হওয়ায় বাংলাদেশের লাভ তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার ও সুশাসনের উপর প্রভাব নির্ধারণ করা
৩. মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে কাজ করে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখায় ভূমিকার মূল্যায়ণ করা

তাই বলা যায় যে, ওআইসির সদস্য হয়ে বাংলাদেশ কি প্রত্যাশা করে? ওআইসির সেই প্রত্যাশা পূরনে কতটা কার্যকর ও সফল? যে প্রত্যাশা পূরন হবে না তা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো কি কি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এই প্রবন্ধ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা

আন্তর্জাতিক সংগঠন একটি বহুল আলোচিত বিষয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষতঃ জাতিসংঘ এবং পরবর্তীতে ওআইসির প্রতিষ্ঠা বিশ্বে আন্তর্জাতিক সংগঠনের অস্তিত্ব ও অবস্থান স্বীকৃত হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সামরিক বিভিন্ন বিষয়ে অভূতপূর্ব সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করায় বিশ্বে আন্তর্জাতিক সংগঠনের অবস্থান প্রায় সর্বস্বীকৃত।

আরবের মরু প্রান্তরে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী প্রচার ও বাস্তবায়নে তাঁরই প্রেরিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবরত্ন সর্বশেষ পয়গম্বর রাসূলুল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক পূণর্গঠিত ইসলামী সভ্যতা দ্রুতই চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। স্থাপিত হয় ইসলামী পূর্ণ মর্যাদার রাজনৈতিক কর্তৃত্ববান সংগঠন খিলাফত। বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা তখনো শাসিত হতো বিভিন্ন সার্বভৌম কর্তৃত্ববাদী সংগঠন তথা সরকার দ্বারা। পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক বৈপ্লবিক রাজনৈতিক

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

কর্তৃপক্ষ হিসাবে খিলাফত ব্যবস্থার দ্বারাই ইসলামী সভ্যতায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি বজায় রাখা হত। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামী খিলাফতের প্রভাব হ্রাস পায় ও এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হলে বিশ্বের মুসলমানদের বিভিন্ন মানবসৃষ্ট মতবাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভক্ত হতে হয়। আধুনিক শাসন ব্যবস্থা হিসাবে বহুল আলোচিত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রগুলোতে বিশ্বের মুসলমানগণ বর্তমানে বসবাস করছে। ফলে এতে বিশ্বের মুসলমানরা জাতিগত, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক নানাবিধ সংকটে পড়ছে। ইসলামী উম্মাহর সংহতি তথা সমগ্র মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব পূনঃপ্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে মুসলিম মনিষীগণ রিয়াজত মেহনত করেছেন। তন্মধ্যে সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী, জামালুদ্দিন আফগানী, মওলানা আকরম খাঁ, স্যয়েদ কুতুব এবং হাসান আল বান্নার প্রমূখের নাম উজ্জল নক্ষত্রসম।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক যোগদান করে এবং পরাজিত হলে ১৯২০ সনে সম্পাদিত Treaty of Sevres এর ফলে তুর্কী খেলাফতের বিশাল অংশ হারাতে হয় এবং এতে মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক-প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে যুদ্ধ নিবারণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে লীগ অব নেশনস নামক পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপন ছিল অন্যতম। আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে সংঘাত এড়ানো ও দ্বন্দ নিরসনের জন্য একটি উপযুক্ত প্লাটফর্ম ছিল এই জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশনস (১৯২০)। পরবর্তীতে আবার ২য় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এরই আদলে গঠিত হয় বর্তমান জাতিসংঘ (১৯৪৫)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতি এক নতুন মোড় নেয়।[৩] ইয়াল্টা সম্মেলনে (১৯৪৫) যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধানদের ২য় মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ ও বিশ্ব নিয়ে গোপন সমঝোতা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের অকাল মৃত্যু এবং পারস্পরিক যোগাযোগহীনতা ও অসহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব পরাশক্তিদের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটে। ১৯৪৯ সনে জার্মানী বিভক্ত হয়। পশ্চিমা শক্তির Federal Republic of Germany ও সোভিয়েত ইউনিয়নের German Democratic Republic নামক দুটি দেশ গঠনের ঘোষণার পরেই পরমানু অস্ত্র, কলোনী, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা এবং আদর্শগত পার্থক্যের পরিণতিতে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়।[৪] স্নায়ুযুদ্ধের সময়ই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের গোড়াপত্তন। ইহুদীগণ ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিত। তাহারা একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি হওয়ার মতো অবস্থায় কখনোই ছিলো না। মধ্যপ্রাচ্যের আরব বা মুসলিম পরিচয়ের বিপরীতে মুসলমানদের থেকে দখলকৃত ভূখন্ড নিয়ে তৈরি হওয়া ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের শুরুটাই ছিল অ-ইহুদীদের জন্য

[৩] চৌধুরী, মোহাম্মদ আসিফ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, আন্তর্জাতিক বিষয়ক কেন্দ্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪

[৪] Robert McMahon, *Cold War: Very Short Introduction*, Oxford University Press, NY, 2003, p. 32

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

হুমকীস্বরূপ।[৫] ক্রমাগত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ইহুদীগণ ইসরাঈলে আসা শুরু করলে রাষ্ট্রটির পরিসর বিস্তার করার প্রয়োজন হয়ে উঠে। ১৯৬৯ সালের ২১ আগষ্ট মুসলমানদের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় স্থান মসজিদুল আকসা তে জায়নবাদী রাষ্ট্র ইজরাঈল কর্তৃক অগ্নি সংযোগ করার পরিণতিতে মিশরে ১৪টি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ সার্বভৌম অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি ইসলামী পবিত্র ধর্মীয় স্থানসমূহ শত্রুমুক্ত করার তাগিদে মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একমত হন। সেই বছরই মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ২৪টি মুসলিম দেশের প্রধানদের সম্মেলনে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা গঠনের ভিত্তি তৈরি হয়। বর্তমানে ওআইসির সদস্য সংখ্যা ৫৭। জাতিসংঘের পর এটাই সবচেয়ে বেশি সদস্যবহুল আন্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন। ২০১১ সনে সংগঠনটির নতুন নাম করা হয় ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতি বৃদ্ধি করা

২. সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা সংহত করা

৩. বর্ণ বৈষম্যের মূলোৎপাটন এবং উপনিবেশবাদ বিলোপে কাজ করা

৪. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন প্রদান করা

৫. পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে অধিকার আদায়ে সমর্থন ও সহযোগিতা করা

৬. মুসলমানদের যৌক্তিক সকল সংগ্রামে শক্তি যোগানো এবং

৭. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে ওআইসির মর্যাদা

রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বৈশ্বিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে তা আইনী ব্যক্তিত্বের অধীকারী হওয়ায় তার গ্রহণযোগ্যতাও বিশ্বজোড়া বেড়েছে। আইনি ব্যক্তিসত্তা থাকায় বিশ্বব্যাপী তার অবস্থান, কার্যক্রম ও প্রভাব বর্তমান ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। ফলে সে রাষ্ট্রের মতোই অন্য কোন রাষ্ট্রের সাথে বা সংগঠনের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। তবে যে বিষয়টি আন্তর্জাতিক সংগঠনকে আকর্ষণীয় করেছে তা হলো আন্তর্জাতিক আইন তৈরির ক্ষমতা যা রাষ্ট্রগুলোকেও আইনগতভাবে মানতে বাধ্য করে । কোন রাষ্ট্রেরই এই অতিসার্বভৌম ক্ষমতা নেই। সেজন্যই তাত্তিক ও বাস্তবিক উভয় ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক সংগঠনের আইনগত মর্যাদা ও কার্যকারিতা কোন একক শক্তিশালী রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগদানের মাধ্যমে সংকুচিত হয়ে পড়ে। তবে রাষ্ট্রগুলো জনগনের কল্যাণ ও অন্যান্য বিষয়ে

---

[৫] Israel Shahak, *Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years*, Pluto Press, VA, 1994, p.2

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

লাভবান হতে পারবে বিবেচনায় তার সার্বভৌমত্ব সংকুচিত হতে আপত্তি জানায় না। জাতিসংঘ বা ওআইসির সিদ্ধান্তগুলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো মেনে চলে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন নিয়ে নানা তাত্ত্বিক মতবাদ তৈরি হয়েছে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ থুকিদাইদিছ, টমাস হব্স এবং নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির ধারণা থেকে উৎসারিত বাস্তববাদী ঘরানা আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাদের মতে রাষ্ট্রই একমাত্র যথাযথ মর্যাদাবান। কোন সংগঠন সার্বভৌম ও যোগ্যতার দিক দিয়ে রাষ্ট্রের সম মর্যাদার বলে তাঁরা মনে করেন না। রাষ্ট্রের শক্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠে।[৬] আন্তর্জাতিক সংগঠন কেবলমাত্র রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষাতে যথার্থতা খুঁজে পাবে। তাঁদের মতে এর আলাদা কোন মর্যাদা নেই। শক্তিশালী রাষ্ট্রের হেজেমনিতে দূর্বল রাষ্ট্রগুলো একটি বৈশ্বিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখে। এখানে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা গৌণ। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর বিবাদ মীমাংসার ক্ষমতা ও সামর্থ্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো হারিয়ে ফেললেও চলমান বৈশ্বিক ব্যবস্থার অধীনেই কিছুটা ভূমিকা রাখতে হয়তো সক্ষম। রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন অস্তিত্ববান রয়েছে। ওআইসির অবস্থা ও মর্যাদাও তাই। এটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে।

অন্যদিকে তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত যে আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও উন্নয়নের একটি প্লাটফর্ম হিসাবেও কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও বৈশ্বিক প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংগঠনের উৎপত্তি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, মানবিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা অতুলনীয় তাই মর্যাদা শুধু রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত তা ভাবা ঠিক হবে না। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হুগো গ্রোসিয়াস, প্রখ্যাত রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ও ডেবিড রিকার্ডো, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ জন লক, জেরেমি বেন্থাম ও ইমানুয়েল কান্টের উদার চিন্তাধারা থেকে আগত আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই উদারবাদী ঘরানা তাই রাষ্ট্রের প্রাধান্য মেনে নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ও সংগঠনকেও সমান, কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক, গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছে।[৭] ওআইসি তার সদস্যদেশগুলোর জন্য সহযোগিতা, সংহতি ও পারস্পরিক সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করেছে এবং তা করতে সে সফলও হয়েছে।

রাষ্ট্রের ভিতরে আমলাতন্ত্রের উৎপত্তির সাথে আন্তর্জাতিক সংগঠন সৃষ্টি হওয়ার মিল খুঁজে পান মাইকেল বার্নেট ও মার্থা ফিনমোরের মতো নির্মানবাদী চিন্তাবিদগণ। এই সংগঠনগুলোর স্বায়ত্বশাসন, ক্ষমতা বা শক্তিসামর্থ্য, অসারতা ও বিবর্তন আমলাতন্ত্রেরই অনুরূপ বলে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রগুলোর সামগ্রীক অতীত অভিজ্ঞতা ও ধারণাই আন্তর্জাতিক সংগঠনের স্বায়ত্বশাসন দিয়েছে। বৈশ্বিক প্রথা ও নিয়ম একটি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কার্যকারিতার ফলে পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসছে; ভবিষ্যতের জন্য নানা আইন কানুন ও

---

[৬] Michael Davies, *International Organizations: A Companion*, Edward Elgar Publishing Ltd., UK, 2014, pp. 20-21

[৭] Michael Davies, *International Organizations: A Companion*, Edward Elgar Publishing Ltd., UK, 2014, pp. 24-25

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

প্রথা তৈরি হচ্ছে। মানবাধিকার, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, ত্রাণ সহায়তা, উদ্বাস্তু সংকট ও অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রেই সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো স্বার্থের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে এই আশংকায় এদের আচরণ অসামঞ্জস্যতায় পরিপূর্ণ থাকে এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তা ব্যর্থ হয়ে উঠে। এই ক্ষেত্রে সার্কের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেখানে এই সংগঠনের ব্যর্থতার দায় দক্ষিন এশিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর উন্মত্ত শক্তিমত্তা ও দূর্বল রাষ্ট্রগুলোর অসহায়ত্বের উপর বর্তায়। একইভাবে বিবর্তনে সদস্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইচ্ছার পাশাপাশি সংগঠনের আমলাতান্ত্রিক হতাশাও ভূমিকা রাখে।[৮]

তত্ত্বগতভাবে ওআইসিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু সংগঠনটির মর্যাদা ও কার্যকারীতা আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়, সদস্যদের কার্যক্রম এবং সংগঠনটির সহযোগিতা প্রসারে সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে থাকে। আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে ওআইসির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে আর তা হলঃ

সদস্যদের ঐক্যের অভাবঃ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের জন্য ওআইসির প্রতিষ্ঠা হলেও এর সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের মারাত্মক অভাব রয়েছে বিশেষতঃ আদর্শিক মতদ্বৈততা, আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কারনে এই অনৈক্য বিদ্যমান বলে মনে হয়।

সীমিত কার্যকারিতাঃ সদস্যদের প্রয়োজনীয়তা ও স্পর্শকাতরতার বিষয়ে সীমিত কার্যাকারিতার বদনাম রয়েছে ওআইসির। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দিকনির্দেশনামূলক কৌশল পছন্দে অপারদর্শিতার কারনেই এমনটি হয়েছে বলেই মনে হয়।

রাজনৈতিক পক্ষাপতদুষ্টতাঃ মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের মতো আধুনিক বিষয়ে ওআইসির নির্মোহভাব প্রচণ্ড। ওআইসি তার বেশ কিছু সদস্যরাষ্ট্রের স্বৈরতন্ত্র ও জনবিরোধিতার বিষয়ে উদাসীন এবং প্রকারান্তরে সমর্থন দিয়ে আসছে।

অসম প্রতিনিধিত্বঃ অল্প কিছু শক্তিশালী দেশের প্রভাব ওআইসিতে প্রতিনিধিত্বের সংকট তৈরি করেছে। এতে সংগঠনটি যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হচ্ছে এবং ক্রমেই জনপ্রিয়তা ও কার্যকারিতা হারাচ্ছে।

অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকরঃ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ওআইসির ব্যর্থতা সুপরিচিত। যদিও বলা হয়ে থাকে এটি মূলত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই এই অবস্থার সৃষ্টি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অপ্রতুলতা ও সামর্থ্যহীনতা। ফলে বিশ্বায়নের যুগে আঞ্চলিক সহযোগিতার অন্যতম দিক অর্থনীতিতে সংগঠনটি পিছিয়ে আছে।

---

[৮] Barnett and Finnemore, *Rules for the world: International Organizations in Global Politics*, Cornell University Press, London, 2004, pp. 3-5

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সংঘর্ষ নিরসনে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতাঃ মুসলিম বিশ্বের কিছু সংকটে ওআইসির নিষ্ক্রিয়তা পীড়াদায়ক এবং এর ব্যর্থতার পরিচায়ক। বিশেষভাবে আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্ব ও ফিলিস্তিন ইস্যু এবং কাশ্মির বিষয়ে ওআইসির সংঘর্ষ নিরসনে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা সংগঠনটির মর্যাদাহানী করেছে।

বৈশ্বিক বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তাঃ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের যেখানে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা সংগঠনের বাইরেও বিস্তৃত, সেখানে ওআইসির মারাত্মক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়া আর কোন সংগঠন বা দেশের সাথে ওআইসির তেমন যোগাযোগ নেই। এটার অন্যতম কারন হয়তো মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন তাই এমনটা হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় যে, মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতার প্লাটফর্ম হিসাবে নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতুশ বিষয়ে কাজ করলেও নানাবিধ চ্যালেঞ্জ একে অকার্যকর করে ফেলছে। তাই তার মর্যাদা ও কার্যকারিত বজায় রাখতে তাকে অবশ্যই এই বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে।

ওআইসির মূলনীতি ঃ

ওআইসি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেছে যা সুনির্দিষ্টভাবে তার সাংগঠনিক চরিত্র পরিস্ফুরণ করেছে। নিম্নে এই মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হল ঃ

১. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সামগ্রিক সাম্যতা
২. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার স্বীকার ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ না করা
৩. সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভৌগলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
৪. নিজেদের কোন সংঘাত আলোচনা, মধ্যস্থতা ও সালিশীর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো
৫. সদস্যদের অখন্ডতা, জাতীয় ঐক্য বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হুমকী বা আঘাত করা থেকে বিরত থাকা।

সদস্যপদ ও মর্যাদা ঃ

ওআইসি ভূক্ত ৫৭টি দেশ তাদের সম্মিলিত নানা প্রচেষ্টায় নিজেদেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ মুসলিম বিশ্বেও মুখপাত্র হিসেবে সফল হতে আগ্রহী। এই সংগঠনটি সদস্যদেও নির্ধারিত চাঁদায় পরিচালিত হয়। যেকোন মুসলিম দেশ ওধাইসিতে যোগদানের যোগ্যতা রাখে। এজন্য মহাসচিবের নিকট সদস্যপদ চেয়ে আবেদন করার পর তা পরবর্তী সম্মেলনে দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনে কার্যরহ য়। সদস্যপদ বাতিলের জন্যও বেশ সহজ আইন রয়েছে। এক্ষেত্রেও

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

মহাসচিবে নিকট সদস্যপদ প্রত্যাহার চেয়ে লিখিত আবেদন করলে তা সকল সদস্য রাষ্ট্রের জ্ঞাতসাওে আর্থিক বছর শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তালিকা নিম্নরূপ [৯] ঃ

ক্র.	**সদস্য রাষ্ট্র**	**সদস্যপদ লাভের সন**	**বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সন**	**ক্র.**	**সদস্য রাষ্ট্র**	**সদস্যপদ লাভের সন**	**বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সন**
১	আফগানিস্তান	১৯৬৯	১৯৭৩	৩০	সিরিয়া	১৯৭০	১৯৭৩
২	আলজেরিয়া	১৯৬৯	১৯৭৩	৩১	সিয়েরা লিওন	১৯৭২	১৯৭২
৩	চাদ	১৯৬৯	-	৩২	বাংলাদেশ	১৯৭৪	-
৪	গিনি	১৯৬৯	১৯৭৩	৩৩	গ্যাবন	১৯৭৪	১৯৭২
৫	ইন্দোনেশিয়া	১৯৬৯	১৯৭২	৩৪	গাম্বিয়া	১৯৭৪	১৯৭২
৬	ইরান	১৯৬৯	১৯৭৪	৩৫	গিনিবিসাও	১৯৭৪	১৯৭৩
৭	জর্ডান	১৯৬৯	১৯৭৩	৩৬	*উগান্ডা**	১৯৭৪	১৯৭২
৮	মরক্কো	১৯৬৯	১৯৭৩	৩৭	বারকিনো ফাসো	১৯৭৫	-
৯	সৌদি আরব	১৯৬৯	১৯৭৫	৩৮	*ক্যামেরুন**	১৯৭৫	১৯৭৩
১০	কুয়েত	১৯৬৯	১৯৭৩	৩৯	ইরাক	১৯৭৬	১৯৭২
১১	মৌরিতানিয়া	১৯৬৯	-	৪০	কমোরুস	১৯৭৬	-
১২	নাইজার	১৯৬৯	১৯৭৩	৪১	মালদ্বীপ	১৯৭৬	-
১৩	পাকিস্তান	১৯৬৯	১৯৭৪	৪২	জিবুতি	১৯৭৮	-
১৪	সোমালিয়া	১৯৬৯	-	৪৩	বেনিন	১৯৮২	১৯৭৩
১৫	দক্ষিন ইয়েমেন	১৯৬৯	১৯৭২	৪৪	ব্রুনেই	১৯৮৪	১৯৮৫
১৬	সুদান	১৯৬৯	১৯৭৫	৪৫	নাইজেরিয়া	১৯৮৬	১৯৭৪
১৭	তিউনিসিয়া	১৯৬৯	১৯৭৩	৪৬	আজারবাইজা	১৯৯১	-

[৯] এমরান, সৈয়দ শাহ্, *ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫১-৫৩

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

					ন		
১৮	তুরস্ক	১৯৬৯	১৯৭৪	৪৭	আলবেনিয়া	১৯৯২	-
১৯	মিসর	১৯৬৯	১৯৭৩	৪৮	কিরগিজস্তান	১৯৯২	-
২০	উত্তর ইয়েমেন	১৯৬৯	১৯৭২	৪৯	তাজিকিস্তান	১৯৯২	-
২১	লেবানন	১৯৬৯	১৯৭৩	৫০	তুর্কমেনিস্তান	১৯৯২	-
২২	লিবিয়া	১৯৬৯	-	৫১	মোজাম্বিক	১৯৯৪	-
২৩	মালয়েশিয়া	১৯৬৯	১৯৭২	৫২	কাজাখস্তান	১৯৯৫	-
২৪	মালি	১৯৬৯	-	৫৩	উজবেকিস্তান	১৯৯৫	-
২৫	সেনেগাল	১৯৬৯	১৯৭২	৫৪	সুরিনাম	১৯৯৬	-
২৬	বাহরাইন	১৯৬৯	১৯৭৪	৫৫	টেগো	১৯৯৭	-
২৭	ওমান	১৯৭০	১৯৭৫	৫৬	গায়ানা	১৯৯৮	-
২৮	কাতার	১৯৭০	১৯৭৪	৫৭	আইভরি কোষ্ট	২০০১	-
২৯	সংযুক্ত আবর আমিরাত	১৯৭০	১৯৭৪				

উপরোক্ত দেশগুলো ছাড়াও বসনিয়া ও হার্জগোভিনা, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, রাশিয়া ও থাইল্যান্ড পরিদর্শক মর্যাদা পেয়েছে। মরো জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট, সাইপ্রাসে গঠিত তুরস্কের মুসলিম সংগঠন Turkish Cypriot State মুসলিম সংগঠন হিসাবে পরিদর্শক মর্যাদা পায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ওআইসির পরিদর্শক মর্যাদা পেয়েছে Economic Cooperation Organization **(ECO)**, African Union **(AU)**, League of Arab States, Non-Aligned Movement **(NAM)** ও United Nations **(UN)** ইত্যাদি।

Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত। সরকারী (জাতিসংঘ)/ বেসরকারী (হিউম্যান রাইটস ওয়াচ)/মিশ্র (ইউরোপীয় ইউনিয়ন), বৈশ্বিক (জাতিসংঘ)/আঞ্চলিক (সার্ক), সাধারণ (ওআইসি)/বিশেষায়িত (আইএলও), অর্থনৈতিক (বিশ্বব্যাংক)/রাজনৈতিক (ব্রিকস)/সামরিক (ন্যাটো), ও সরল কাঠামোগত (আন্তর্জাতিক বিচারালয়)/ বহু কাঠামোগত (জাতিসংঘ) ইত্যাদি প্রকরনে পরিচিত হয়ে থাকে।[১০] বর্তমান আলোচ্য আন্তর্জাতিক সংগঠন ওআইসি এই বিন্যাসেরই অংশ। সংস্থাটি রাষ্ট্রীয় সরকারকেই শুধু সদস্যপদ দিয়েছে। এর রয়েছে একটি মাত্র সাধারণ উদ্দেশ্য আর তা হল ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও বিস্তার করা। কাঠামোয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিকসহ আরো স্তর রয়েছে। সবশেষে বলা যায়, ওআইসি আন্তর্জাতিক হলেও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত কোন সংগঠন নয়।

নিম্নে সদস্য সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের বৃহৎ পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের অবস্থান চিত্রিত হলো:

অবস্থান	**সংস্থার নাম**	**সদস্য সংখ্যা**
১	জাতিসংঘ	১৯২
২	**ও আই সি**	**৫৭**
৩	আফ্রিকান ইউনিয়ন	৫৫
৪	কমনওয়েলথ	৫৪
৫	ন্যাটো	২৮

ওআইসির সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে স্তরায়ন করা হয়েছে। এগুলো মূল অঙ্গ, সহযোগী অঙ্গ, কমিটি ও জাতিসংঘের মতো বিশেষায়িত সংস্থায় বিভাজিত। ওআইসি তার মূল কার্যক্রম মূল অঙ্গ, সহযোগী অঙ্গ, কমিটি ও বিশেষায়িত সংস্থা এই চারটি অঙ্গসংগঠন দ্বারা পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামিক সম্মেলন ঃ

রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের প্রতি তিন বছর অন্তর এই সম্মেলন করেন যা Islamic Summit Conference নামে পরিচিত। এখানে সাংগঠনিক নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক ইস্যু এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য সভাপতি নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন ঃ

[১০] Clive Archer, *International organizations*, Routledge, New York, 2001, pp. 35-37

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

প্রতিবছর ওআইসি সদস্যরাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ইসলামিক সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কতটুকু সফল হচ্ছে ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। সনদ অনুযায়ী এই অঙ্গ সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এই অঙ্গ মহাসচিব ও তার কার্যালয়ের অন্যান্য সহকারীগণদের নির্বাচন করে।

সচিবালয় ঃ

ওআইসির কার্যনিবার্হী অঙ্গ হচ্ছে এই সচিবালয়। এর কর্মব্যাপ্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তভূর্ক্তঃ

ক) উপরোক্ত দুই অঙ্গের সিদ্ধান্তসমূহ পরিচালনা কর।

খ) ওআইসির সকল সম্মেলন ও বৈঠকের আয়োজন করা।

গ) সকল অঙ্গ, সহযোগী অঙ্গ, কমিটি ও বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা।

ঘ) নিত্য কার্যাবলীসমূহ সচল রাখা ইত্যাদি।

ওআইসির মূল কার্যনির্বাহী অঙ্গ সংস্থা হিসেবে মহাসচিব এর দায়িত্ব পরিচালনা করেন। চারজন সহকারীও এই কার্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকেন।

কমিটিসমূহ

ওআইসির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি রয়েছে।

1. The Al-Quds Committee
2. The Standing Committee for Information and Cultural Affairs
3. The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation
4. The Standing Committee for Scientific and Technical Cooperation
5. The Islamic Peace Committee

ওআইসির বেশ কিছু সহযোগী রয়েছে ঃ

1. Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries **(SESRIC)**
2. Research Centre for Islamic History, Art and Culture **(IRCICA)**
3. Islamic University of Technology **(IUT)**
4. Islamic Centre for the Development of Trade **(ICDT)**
5. InternationalIslamic Fiqh Academy **(IIFA)**
6. IslamicSolidarity Fund **(ISF)** and its WAQF

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ওআইসির ভূমিকা ঃ

ওআইসির গঠনের পরপরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এর সদস্যদেশগুলোকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংকট, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর কর্মকান্ড এবং মুক্তিযুদ্ধকে ওআইসি সম্পূর্ণ পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে। সদস্যরাষ্ট্র পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার বিষয়টিই ওআইসির মূল লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র ইরান, লিবিয়া, সৌদি আরব ও জর্ডান পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে।[১১] ওআইসি সদস্যরাষ্ট্র ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরাক, সিরিয়া, মরক্কো, জর্ডান, ইয়েমেন, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশসমূহ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বিবেচনা করে এবং কোন প্রকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐক্যের পক্ষে অবস্থান নেয়াকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।[১২]

৯. ওআইসি তে বাংলাদেশের যোগদান ঃ

মুসলিম উম্মাহর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বা যোগাযোগ বেশ পুরাতন। বাংলায় আরব থেকে অগণিত আওলিয়া এসেছেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সময়কালে (খৃ. ১৩৮৯-১৪১০) মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের সাথে বেশ সুসম্পর্ক বজায় ছিলো। তিনি মক্কা ও মদীনার তীর্থযাত্রীদের আর্থিক সহায়তা করতেন। জানা যায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মক্কার উম্মে হানি ফটকে ও মদীনার 'বাব আল-সালামে'র নিকট শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দুটি স্বাবলম্বী গিয়াসিয়া মাদ্রাসা তথা বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১৩] পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের ও বাংলার মুসলমানগণ মুসলিম উম্মাহর সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ১৯৪৭ সনে স্বাধীন হওয়া পাকিস্তান ছিল ইসলামী ঐতিহ্য বহনকারী অন্যতম এক মডেল রাষ্ট্র।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরাষ্ট্র পাকিস্তান কাশ্মীর ও অন্যান্য ইস্যুতে ওআইসির সহানুভূতি পেয়ে আসছে। বাংলার মানুষের উপর পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক ও শত্রুতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থান হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে স্নায়ুযুদ্ধকালীন জোটবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে উঠে এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ হয় আন্তর্জাতিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হওয়া। এই জন্য বিশ্বে বাংলাদেশ নানা মুখী প্রচারণা ও কার্যক্রম চালায়। বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদে আবেদন করলে পাকিস্তান তার বিরোধিতা করে ফলে বাংলাদেশের কমনওয়েলথে প্রবেশ বিলম্বিত হতে থাকে। ওআইসিভূক্ত মুসলিম দেশগুলোও একই কারণে স্বীকৃতি দিতে দেরী করতে থাকে। ১৯৭২ সালে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ইরাক স্বীকৃতি দিলেও অন্যান্য

[১১] হোসেন, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪

[১২] Mehrunnisa Ali, East Pakistan Crisis: International Reactions, *Pakistan Horizon*, Vol. 24, No. 2, (Second Quarter,1971), pp. 56-58

[১৩] *বাংলাপিডিয়া*

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

গণ বিশ্ববিদ্যালয়
Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

মুসলিম দেশগুলো তখনো স্বীকৃতি দিতে রাজী ছিলো না। ১৯৭৪ সালে ২য় ওআইসি সম্মেলন পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে জর্ডানের রাজা হোসেন, আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি হুয়ারি বুমেদিন এবং ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের প্রচন্ড চাপে পাকিস্তান বাংলাদেশকে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়।[১৪]

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তানে লাহোরের পাঞ্জাব এসেম্বলী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ওআইসি সম্মেলন। ইরান, মিশর ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কোন একটি দেশ এই সম্মেলনের আয়োজক হওয়ার বিষয় নির্বাচিত হতে পাকিস্তান সৌদি বাদশাহ ফয়সালের ভোট ও আর্থিক আনুকূল্য লাভ করে এবং সম্মেলন আয়োজন করে। [১৫] বাংলাদেশ সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য নিয়ে যোগদান করে। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদিন তাঁর ব্যক্তিগত বিমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে লাহোরে নিয়ে যান। সেখানে অন্যান্য মুসলিম নেতাদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে যান। বিমানবন্দরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও তিন বাহিনীর প্রধানগণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে লাল গালিচায় সামরিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে স্বাগত জানায়। স্বাগত কুচকাওয়াজের সময় বাংলাদেশের এনথেম বাজানো হয়। [১৬]

১৯৭৪ সনের ওআইসি সম্মেলনে যোগদান বাংলাদেশের জন্য বেশ সাফল্য বয়ে আনে। সম্মেলনে বাংলাদেশ তার অবস্থান ব্যাখ্যা করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। প্রভাবশালী আবর ও মুসলিম নেতাদের সান্নিধ্যে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অবস্থান, মতামত এবং দর্শন জানতে পারে। উপস্থিত মুসলিম বিশ্বের নেতারা হলেন ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত, আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি হুয়ারী বুমেদিন, জর্ডানের রাজা হোসেন, সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সল প্রমূখ। লাহোরের ওআইসি সম্মেলন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীন সত্ত্বার বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি আসতে শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ইসমাত জাহান ইউরোপীয় ইউনিয়নে ওআইসির স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন।

ওআইসির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই ওআইসির সদস্য হতে আগ্রহী ছিল। এবং স্বাধীন হওয়ার পরপরই এর সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভ করার পর বাংলাদেশের সাথে ওআইসি ও ওআইসির সদস্য দেশসমূহের সাথে সম্পর্কের সূচনা হয়। বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যপদ থেকে যা প্রত্যাশা করে ও তার প্রাপ্তি নিম্নরূপঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতিঃ

---

[১৪] Devin T. Hagerty (ed.), *South Asia in World Politics*, Rowman & Littlefield Inc., Maryland, 2005, p.73

[১৫] Khan, Saad S, Pakistan and the Organization of Islamic Conference, *Pakistan Horizon*, Vol. 56, No. 1 (Jan 2003), p. 61

[১৬] *Daily Observer* , 23 February, 2015

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ওআইসিতে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের কাছ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করে যা বাংলাদেশের জন্য ছিল পরম পাওয়া। এর মাধ্যমের বাংলাদেশ বিশ্বে তার অবস্থান ও উপস্থিতি জানান দেয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও বাংলাদেশে স্বাধীন সত্ত্বার এই বৈশ্বিক স্বীকৃতির মূল্য অপরিসীম।

রাজনৈতিক প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ঃ

ওআইসিতে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রকৃত মিত্রজোট খুঁজে পায়। ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে স্নায়ুযুদ্ধকালীন দ্বিমেরু বিশ্ব ব্যবস্থায় স্বস্তি এনে দেয়। যদিও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটে ওআইসি সবর্দা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নি, এর ফলে রাজনৈতিক দিক খুব বেশী উজ্জ্বল নয়। কিন্তু ওআইসির আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে যেয়ে এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক নানা মাত্রার সম্পর্ক হয়েছে যা বাংলাদেশের জন্য বেশ সাফল্যজনক হয়েছে। এতে বাংলাদেশ প্রচুর অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়ে আসছে।

অর্থনৈতিক প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ঃ

ওআইসি যতটা অর্থনৈতিক বিষয়ে সফল অন্য বিষয়গুলো তেমন নয়। তাই মূলতঃ এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও সাফল্য মূল্যায়িত হয়। বাংলাদেশ IDB এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যার মাধ্যমে ওআইসির বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এছাড়া ওআইসির নানা অর্থনৈতিক বিশেষায়িত সংস্থার সাথে সম্পর্ক থাকায় তারা বাংলাদেশে মুদ্রা তহবিল সংক্রান্ত, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফান্ড, অনুদান, বৃত্তি, খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানী নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে সহযোগিতা পেয়ে আসছে।

আন্তর্জাতিক কূটনীতি ঃ

যোগদানের পর থেকেই বাংলাদেশ সাফল্যজনকভাবে ওআইসির সম্মেলন ও বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এর বিশেষায়িত সংস্থা, সহায়ক সংস্থা এবং বিভিন্ন কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ চারবার ওআইসির মহাসচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। গত দশকজুড়ে বাংলাদেশ ইসলামিক সাধারণ বাজার, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক ঐক্য ক্রীড়া, ইসলামিক তহবিল, ইসলামিক বীমা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। ওআইসি তথা মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তথা সংকটে, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ফিলিস্তিন সংকট, আফগান সংকট, বসনিয়া সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা এবং মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের জাতিগত সমস্যা ইত্যাদি, বাংলাদেশ ওআইসির যথাযথ প্লাটফর্মে সরব ও কার্যকর অংশগ্রহন ও অবস্থান নেয়। বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ইসমাত জাহান ওআইসির সিনিয়ন সেক্রেটারী পদে নিয়োগ পেয়েছেন। কূটনৈতিক ইসমাত জাহান ১৯৮২ সনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে পররাষ্ট্র ক্যাডার হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ব্রাসেলসে ওআইসির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ওআইসির স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক বিষয় ঃ

বাংলাদেশ ওআইসি থেকে নানা সময় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের গাজীপুরে ওআইসির ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় Islamic University of Technology **(IUT)** স্থাপন একটি বিশেষ ঘটনা। ১৯৭৭ সনে ত্রিপোলিতে অষ্টম ICFM সম্মেলনে দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশে একটি মানসম্মত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রস্তাব উঠে এবং তুরস্ক ও ইরানের সমর্থনে তা পরবর্তীতে গৃহীত হয়। ১৯৮৮ সনে সৌদি আরব, কুয়েত এবং ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এটি গড়ে উঠে। ওআইসির দ্বারা স্থাপিত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই ইসলামী উম্মাহর বিভিন্ন মান সম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এর সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক নানা বিষয়ে মান সম্মত ডিগ্রী দিয়ে আসছে। এছাড়া সর্বশেষ ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সাইবার অপরাধ দমনে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে ওআইসি Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance Project **(LICT)** প্রকল্পের আওতায় সহযোগিতা করছে। Bangladesh e-Government Computer Incident Response Team **(BGD e-GOV CIRT)** গঠনে ওআইসি সহযোগিতা করেছে। ২০১৭ সন থেকে The Islamic Cooperation – Computer Emergency Response Team **(OIC-CERT)** এর সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ ডিজিটাল নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছে। এত অনাকাঙ্খিত সাইবার অপরাধ দমনে বাংলাদেশ সক্ষমতা অর্জন করবে।[১৭]

পানি সংকট ও আন্তর্জাতিক পানির প্রাপ্যতায় বাংলাদেশের পাশে ওআইসি ঃ

গঙ্গার পানির ন্যায্য বন্টনকে ওআইসি বেশ গুরুত্ব দেয়। ওআইসির ২০১১ সনে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত "Regional Cooperation for Water" শীর্ষক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্বের নানাবিধ পানি বিষয়ক ইস্যু আলোচিত হয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বন্যা সমস্যা ছিল অন্যতম আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ, বাহরাইন এবং মালদ্বীপের পানি সংকট নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশের চলমান পানি সংকট এবং আন্তর্জাতিক নদীর সমতা ভিত্তিক পানি প্রাপ্তির বিষয়ে ওআইসি মহাসচিব উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতকে চাপ প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়।[১৮]

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে ওআইসির সহযোগিতা ঃ

বাংলাদেশের নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে ওআইসির সমর্থন ও সহযোগিতা বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা, ক্ষরা, অনাবৃষ্টি, খাদ্য সংকট, পানি সংকট এবং মানবসৃষ্ট দূর্ঘটনা যেমন অগ্নিকান্ড,

---

[১৭] https://www.cirt.gov.bd/bgd-e-gov-cirt-got-full-membership-from-oic-cert/

[১৮] http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=5270&ref=2210&lan=en

গণ বিশ্ববিদ্যালয়
Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ভবনধ্বস, শিল্প দূর্ঘটনায় ওআইসি তাৎক্ষনিক সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। ওআইসির মহাসচিব ব্যক্তিগতভাবে এবং ওআইসির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের এইসব অসহায়ত্বের জন্য বিশেষ শোকবার্তা ও দোয়ার আয়োজন করেন।[১৯] ০০১৩ ওআইসির 'সবুজ তহবিল' নামক একটি তহবিল রয়েছে যা থেকে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে আগে থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও দক্ষতা উন্নয়ন, বিপর্যয় পর্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার প্রয়াস নেয় ওআইসি।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যায় ওআইসির ভূমিকা ঃ

গত ২০১৭ সনের ৩রা আগষ্ট ওআইসির মহাসচিব বাংলাদেশ সফরে আসেন। সফরে মূল আলোচ্যসূচী ছিল ওআইসির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবস্থা, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে দুই পক্ষের অঙ্গীকার। বাংলাদেশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় ও সহযোগিতা করায় ওআইসির পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং এই বিষয়ে সবার্ত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন ওআইসি মহাসচিব। তিনি কক্সবাজারের কুতুপালং এ অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন কালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব ও পরিচয় সংকটের সমাধান করতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকষর্ণের জন্য বক্তব্য দেন। মহাসচিব জাতিসংঘকেও এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে রাজী করাবেন বলে আশ্বাস দেন।[২০] ১৯৯১ সন থেকে এই সংকটের বিষয়ে তিনি ও প্রধানমন্ত্রী কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আহবান জানান। এছাড়াও আন্তঃওআইসি বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যটন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নয়নের বিষয় নিয়েও ফলপ্রসু আলোচনা হয়। উল্লেখ্য যে, ওআইসি বহু আগে থেকেই মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চেষ্টা করে আসছে। ২০১৩ সনে মিয়ানমারের আমন্ত্রণে একটি বহুজাতিক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল যেখানে ওআইসি মহাসচিব, জিবুতি ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশসহ মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের উচ্চ কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। এই সময় ওআইসি ও মিয়ানমার সরকারের প্রতিনিধিগণ ১১ দফার একটি যৌথ ঘোষণা প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিষয়টি আর বাস্তবায়িত হয় নি। বর্তমানে ওআইসি এই রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারকে বিপুল অংকের অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ওআইসির ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড বিপুল অংকের অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। গত ২০১৭ সনের ৩রা আগষ্ট ওআইসির মহাসচিব বাংলাদেশ সফরে আসেন। সফরে মূল আলোচ্যসূচী ছিল ওআইসির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবস্থা, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে দুই পক্ষের অঙ্গীকার। বাংলাদেশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় ও সহযোগিতা করায় ওআইসির পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং এই বিষয়ে সবার্ত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন ওআইসি মহাসচিব। এছাড়াও আন্তঃওআইসি বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যটন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নয়নের বিষয় নিয়েও ফলপ্রসু আলোচনা হয়। উল্লেখ্য যে, ওআইসি বহু আগে

[১৯] http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=7482&ref=3055&lan=en [OIC Media,26/11/2012, 24/04/2013]

[২০] https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-myanmar-oic-idUSKBN1AK1ST

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

থেকেই মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চেষ্টা করে আসছে। ২০১৩ সনে মিয়ানমারের আমন্ত্রণে একটি বহুজাতিক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল যেখানে ওআইসি মহাসচিব, জিবুতি ও তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বাংলাদেশসহ মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের উচ্চ কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। এই সময় ওআইসি ও মিয়ানমার সরকারের প্রতিনিধিগণ ১১ দফার একটি যৌথ ঘোষণা প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিষয়টি আর বাস্তবায়িত হয় নি।

কৌশলগত নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশ ওআইসিতে সদস্য হওয়ার বদৌলতে মুসলিম বিশ্বের সাথে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় যার আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। সংগঠন হিসাবে ওআইসি অকার্যকর হলেও এর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তৈরিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে তার নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে পেরেছে। এই সুবিধা আরো অধিক পরিমানে কাজে লাগানো উচিৎ এবং বাংলাদেশ আশাকরা যায় যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

ওআইসির সদস্য হিসেব বাংলাদেশের বহুমাত্রিক প্রত্যাশা রয়েছে যার অধিকাংশই পূরন হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিষয়ে বাংলাদেশ যতটা প্রত্যাশা করেছে তার বেশিরভাগই প্রাপ্তি। বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ, নারীর মর্যাদা ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে আরও প্রত্যাশা রয়েছে। তবে অনেক হতাশাও রয়েছে। ওআইসিতে বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রস্তাব রেখেছিল যার বেশিরভাগই বাস্তবায়িত হয় নি। সংগঠন হিসাবে ব্যর্থতা বাংলাদেশকেও হতাশ করছে প্রতিনিয়ত। বিশেষতঃ রোহিঙ্গা ইস্যু, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়স্থল হওয়া ও নারীর উন্নয়ন বিষয়ে ওআইসির অপারগতা একে অকার্যকর ও ব্যর্থ সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করে যা ভুক্তভোগী বাংলাদেশও। তবে আশা করা যায় যে, বাংলাদেশ ও ওআইসির সম্পর্ক আসছে সময়ে আরো গভীর হবে, ওআইসি আরও কার্যকর ও মর্যাদাবান হবে এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সদস্যদের জন্য আরো সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে।

১২. তথ্যসূত্রঃ

১. এমরান, সৈয়দ শাহ্, *ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৬।

২. চৌধুরী, মোহাম্মদ আসিফ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*, আন্তর্জাতিক বিষয়ক কেন্দ্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৮।

৩. Robert McMahon, *Cold War: Very Short Introduction*, Oxford University Press, NY, 2003.

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

৪. Israel Shahak, *Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years*, Pluto Press, VA, 1994.

৫. Michael Davies, *International Organizations: A Companion*, Edward Elgar Publishing Ltd., UK, 2014.

৬. Michael Davies, *International Organizations: A Companion*, Edward Elgar Publishing Ltd., UK 2014.

৭. Barnett and Finnemore, *Rules for the world: International Organizations in Global Politics*, Cornell University Press, London, 2004.

৮. Clive Archer, *International organizations*, Routledge, New York, 2001.

৯. হোসেন, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুসলিম বিশ্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।

১০. Mehrunnisa Ali, East Pakistan Crisis: International Reactions, *Pakistan Horizon*, Vol. 24, No. 2, (Second Quarter,1971).

১১. Devin T. Hagerty (ed.), *South Asia in World Politics*, Rowman & Littlefield Publisher's Inc., Maryland, 2005.

১২. Khan, Saad S, Pakistan and the Organization of Islamic Conference, *Pakistan Horizon*, Vol. 56, No. 1 (Jan 2003).

১৩. আলম শাহ, আন্তর্জাতিক সংগঠন,বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৯৬।

১৪. *বাংলাপিডিয়া*

১৫. *Daily Observer* , 23 February, 2015

১৬. https://www.cirt.gov.bd/bgd-e-gov-cirt-got-full-membership-from-oic-cert/

১৭. http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=5270&ref=2210&lan=en

১৮. http://www.oic-oci.org/topic/?t_id=7482&ref=3055&lan=en [OIC Media,26/11/2012, 24/04/2013]

১৯. https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-myanmar-oic-idUSKBN1AK1ST